256895 - হজ্জ ও উমরার কার্যাবলি ও সেগুলোর ধারাবাহিকতায় নিহিত প্রজ্ঞা

প্রশ্ন

আমি হজ্জ ও উমরার সকল কাজের মাঝে নিহিত প্রজ্ঞা জানতে চাই। এগুলোর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় কী? যে ধারাবাহিকতায় এগুলো করা হয় তাতে কি প্রজ্ঞা রয়েছে? আমি উমরা ও হজ্জ করতে চাই। কিন্তু আমি এই বরকতময় কাজগুলো করার আগে প্রথমে প্রস্তুতি নিতে চাই; যাতে করে পরিপূর্ণ মনোযোগ ও বুঝ সহকারে এগুলো করতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

ইলাহী প্রত্যাদেশে (ওহী) হজ ও উমরার বিধানে নিহিত সাধারণ প্রজ্ঞাসমূহ অবহিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণী যা তিনি সংক্ষেপে বলেছেন:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

“আর মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা ঘোষণা করো; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল ক্ষীণকায় উটে সওয়ার হয়ে, গভীর গিরিপথ ধরে (দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে)। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং (যুলহজ্জাহ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে) আল্লাহর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তুসমূহ (কুরবানীর জন্য) যবাইকালে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। তোমরা সেগুলোর মাংস (নিজেরা) খাও এবং গরীব-দুঃখীকে খাওয়াও। তারপর যেন তারা তাদের ময়লা (নখ, চুল ইত্যাদি) অপসারণ সম্পন্ন করে, তাদের মানত পূরণ করে এবং প্রাচীন ঘর (কাবা) তাওয়াফ করে। এটাই (করণীয়)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র বিধানসমূহের সম্মান করবে, তার রবের নিকট সেটা তার জন্য উত্তম। আর তোমাদের কাছে যেগুলো পাঠ করা হবে (ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা হবে) সেগুলো ছাড়া (সব) চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিপূজার পঙ্কিলতা বর্জন করো এবং মিথ্যা কথা পরিহার করো।”[সূরা হজ: (২৭-৩০)]

- হজ ও উমরায্ এবং এ দুটোর কার্যাবলতিে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদকে ফুটয়িে তোলা হয্। এর মধ্যে অন্যতম মথি্যা কথা-কাজ পরত্যিাগ করা হয, যার মধ্যে শরিক ও এর সকল রূপ, বহঃিপ্রকাশ ও স্তরসহ অন্তর্ভুক্ত। হজ ও উমরা একমাত্র আল্লাহর জন্যই সম্পন্ন করতে হয্।

আল্লাহ তাআলা বলছেনে:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“এবং আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা যথাযথভাবে সম্পন্ন করো।”[সূরা বাকারা: ১৯৬]

জাবরি ইবনে আবদুল্লাহ রাদযিাল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে হজ বর্ণনা করতে গযিে বলনে: “তনিি তাওহীদরে তালবযিা পাঠ করলনে: لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আপনি নরিঙ্কুশ। আমি আপনার দরবারে হাজরি। নশ্চিয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নয়োমত আপনার-ই জন্য এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্য। আপনি নরিঙ্কুশ।)[সহীহ মুসলমি (১২১৮)]

ইমাম ইবনুল কাইয্যমি রহমিাহুল্লাহ বলছেনে: “হজরে বষিয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। এটি কবেল হানীফরা (একনষ্ঠি একত্ববাদীরা) উপলব্ধি করতে পারনে, যারা (আল্লাহকে) ভালোবাসার একটি অংশ নজিদেরে মাঝে ধারণ করছে। এর মর্যাদা এত ঊর্ধ্বে যে কোনো ভাষায্ তা পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভবপর নয্। এটি এই হানীফ দ্বীনরে (একত্ববাদী ধর্মরে) বশিষে বশৈষ্ট্যি। এমনকি কারো কারো মত, আল্লাহর বাণী حُنَفَاءَ لِلَّهِ (হুনাফাআ লল্লিাহ) এর অর্থ: হাজীবৃন্দ।

আর আল্লাহ তাআলা তাঁর পবত্রি ঘরকে (কাবা শরীফ) মানবজাতরি স্থাযত্বি ও অস্তত্বিরে ভত্তিি হসিবেে নর্িধারণ করছেনে। এটি যনে বশি্বরে এমন একটি স্তম্ভ, যার ওপর এর পুরো কাঠামো দাঁড়যিে আছ। 'তরজুমানুল কুরআন' (কুরআনরে শ্রষ্ঠে ব্যাখ্যাকারী) ইবনে আব্বাস (রাদয়িাল্লাহু আনহু) বলছেনে, ‘যদি পৃথবিীর সকল মানুষ এক বছররে জন্য হজ করা ছড়েে দযে, তবে আসমান জমনিরে ওপর ভঙেে পড়ব।’ সুতরাং এই পবত্রি ঘরটইি বশি্বরে অস্তত্বিরে কন্দ্রেবন্দিু। যতদনি এই ঘরে হজ করার ধারা অব্যাহত থাকব, ততদনি এই বশি্বও টকিে থাকব।

হজ মূলতঃ মল্লিাতে হানফিী বা একনষ্ঠি তাওহীদি ধর্মরে এক বশিষে বশৈষ্ট্যি... কারণ এর ভত্তিি স্থাপতি হয়ছেে কবেল বশিুদ্ধ একত্ববাদ এবং আল্লাহর প্রতি নরিটে ভালোবাসার ওপর।”[মফিতাহু দারসি সাআদাহ (২/৮৬৯)]

শায্খ আবদুল আযীয ইবনে বায রহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

“গোটা হজ হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদরে দকিে আহ্বান, তাঁর দ্বীনরে উপর সুদৃঢ় থাকা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার উপর অটল থাকার দাওয়াত। এর সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতার ধাবতি করা এবং হজসহ জীবনের সকল ক্ষত্রেে আল্লাহ সত্য ও সঠকি আদর্শ দয়িে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে উদ্দশ্যে পাঠয়িছেনে, তাতে তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করা।"

হাজী ও উমরাহকারী সর্বপ্রথম যা পাঠ করনে তা হচ্ছে তালবয়িা: 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারকিা লাকা লাব্বাইক'। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর তাওহীদ ঘোষণা করে এবং ইখলাস প্রকাশ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো শরকি (অংশীদার) নইে। তাওয়াফওে সে এককভাবে আল্লাহকে স্মরণ কর,ে তাঁকে সম্মান করে এবং তাওয়াফরে মাধ্যমে কবেল তাঁরই ইবাদত কর।ে সাঈতে শুধু তাঁর জন্যই সাঈ কর;ে অন্য কারো জন্য নয়। মাথা মুণ্ডন ও চুল কাটার ক্ষত্রেওে তাই। হাদী ও কোরবানরি জন্তু জবাই এর ক্ষত্রেওে তাই। সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য। অনুরূপভাবে আরাফা, মুজদালফিা ও মনিাতে হাজগিণ যে সকল যকিরি বা দুআ পাঠ করনে, তার প্রতটিইি আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর একত্ববাদরে ঘোষণা, সত্যরে দকিে আহ্বান এবং বান্দাদরে জন্য সঠকি পথরে দশিা য,ে তাদরে উপর আবশ্যক হলো এক আল্লাহর উপাসনা করা, এসব আমলে একে অপররে পাশে দাঁড়ানো, পারস্পরকি সহযোগতিা করা এবং সত্য ও কল্যাণরে পথে একে অপরকে উপদশে দওেয়া।"[মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে বায (১৬/১৮৬-১৮৭)]

- হজ্জে রয়ছেে আল্লাহ তাআলার যকিরি প্রতষ্ঠিা। হজরে প্রতটিি মানাসকিে আল্লাহর যকিরি রয়ছে,ে যমেনটি ইঙ্গতি করছে এই আয়াতে কারীমা: "এবং নর্দিষ্টি দনিগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ কর।ে"

আল্লাহ তাআলা আরও বলছেনে:

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

"তারপর সব মানুষ যখোন থকেে ছড়য়িে পড়ে তোমরাও সখোন থকেে ছড়য়িে পড়ো, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও; নশ্চিয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অতঃপর যখন তোমরা হজ্জরে পালনীয় কর্তব্যসমূহ সম্পন্ন করব,ে তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যভোবে তোমরা তোমাদরে পূর্বপুরুষদরে স্মরণ করত,ে বরং তার চয়েওে বশেি কর।ে"[সূরা বাকারা: (১৯৯-২০০)]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যমি রহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

"বরং যকিরিই হজরে রূহ, এর মূলসার ও উদ্দশ্যে। যমেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: 'বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ এবং জামরায় পাথর নক্ষিপে— আল্লাহর যকিরি প্রতষ্ঠিার জন্যই বধিবিদ্ধ করা হয়ছে'।"[মাদারজিুস সালকিনি (৪/২৫৩৭)]

শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায রহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

“যকিরি আল্লাহর এ বাণী: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ‘যাতে তারা তাদরে কল্যাণরে স্থানগুলোতে উপস্থতি হতে পারে এবং নর্দিষ্টি দনিগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।’-তে উল্লখিতি কল্যাণরে (মানাফি) অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে প্রথমে 'আম কল্যাণ' উল্লখে করার পর 'খাস কল্যাণ' যকিরিকে উল্লখে করা হয়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে প্রমাণতি: ‘তাওয়াফ, সাঈ ও জামরায় পাথর নক্ষিপে—আল্লাহর যকিরি প্রতষ্ঠিার জন্যই বধিবিদ্ধ করা হয়ছে।’

কুরআনে কারীমে জবাই করার সময় আল্লাহর যকিরি করা (আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা) বধিবিদ্ধ করা হয়ছে। জামরায় পাথর নক্ষিপেরে সময় আল্লাহর যকিরি করা বধিবিদ্ধ করা হয়ছে। হজরে সব ধরণরে কথা বা কাজই হচ্ছে আল্লাহর যকিরি। তাই হজ তার সকল কাজ ও কথাসহ সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর যকিরি।”[মাজমু’ ফাতাওয়া ইবনে বায (১৬/১৮৫-১৮৬)]

- হজ ও উমরার মাধ্যমে হাজী ও উমরাহকারীদরে জন্য এবং হারামরে অধবিাসী ও সখোনে অবস্থানকারীদরে জন্য বহু দ্বীনি ও দুনয়িাবি কল্যাণ সাধতি হয়। এই প্রজ্ঞার দকিইে এ আয়াতটি ইঙ্গতি করা হয়ছে: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ “যাতে তারা তাদরে কল্যাণরে স্থানগুলোতে উপস্থতি হতে পারে।”

শায়খ আবদুর রহমান আস-সাদী রাহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

“অর্থাৎ যাতে তারা বাইতুল্লাহর কাছে থকেে দ্বীনি কল্যাণ অর্জন করতে পারে। যমেন: মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতসমূহ ও যে ইবাদতগুলো কবেল বাইতুল্লাহ কন্দ্রকিই করা সম্ভব। এবং দুনয়িাবি কল্যাণও অর্জন করতে পারে। যমেন: ব্যবসা-বাণজি্য ও পার্থবি লাভ। এ সবকছিুই প্রত্যক্ষ বষিয়, যা সবাই জানে।”[তাফসীরুস সাদী (পৃ. ৫৩৬)]

এই কল্যাণসমূহরে মধ্যে আরো রয়ছে: দশেদশোন্তর থকেে মুসলমানরো একত্রতি হওয়া, পরস্পর পরচিতি হওয়া এবং একে অপররে কাছ থকেে ইলম, ব্যবসা ও তথ্যরে মাধ্যমে উপকৃত হওয়া। এই সফরে তাদরে সবার অভন্নি অবস্থা, অভন্নি পোশাক ও অভন্নি উদ্দশ্যে তাদরে একতা বৃদ্ধি করে।

- সময়, স্থান, কাজকর্ম ও বশেভূষায় মুসলমানরো অভন্নি রূপে প্রকাশ পাওয়া। তারা সকলে একই সময়ে পবত্রি স্থানগুলোতে অবস্থান করনে। তাদরে সকলরে কাজ অভন্নি, বশেভূষা অভন্নি (লুঙ্গি ও চাদর) এবং সকলে মহান আল্লাহর সামনে বনিম্র ও অবনত।
- ওয়াজবি ও মুস্তাহাব উভয় প্রকার কুরবানী ও হাদীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পবত্রি বষিয়াবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এ পশুগুলোর নয়োমতকে উপভোগ করা নজিে খাওয়ার মাধ্যমে, উপহার দওেয়া ও গরীবদরে মধ্যে বণ্টন করার মাধ্যমে। দখেুন: মাজমূ’ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লি আল-উসাইমনি (২৪/২৪১)

দুই:

হজ ও উমরার কাজগুলোর ক্রমবন্যিাসে নহিতি প্রজ্ঞা সুস্পষ্ট:

এ দুটরে কাজ শুরু হয় ইহরাম ও তালবযিা দযি়ে। এ দুটোর মাধ্যমে একজন মুসলমান হজ বা উমরাতে প্রবশেরে এবং এর বধিবিধিান মনেে চলার ঘোষণা দনে।

মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ দযি়ে শুরু করা হয়। কারণ বাইতুল্লাহ হলো হারামে বদ্যিমান মধ্যে সর্বশ্রষ্ঠে জনিসি। আর 'তাওয়াফ' হলো হজ ও উমরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। তাই অন্য কছিুর আগে এটি দযি়ে শুরু করা সমীচীন।

বাইতুল্লাহ সংক্রান্ত কাজ শষেে অন্য কাজগুলো শুরু করা সমীচীন। আর তা হলো সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা। কারণ সাফা-মারওয়া বাইতুল্লাহর সবচযে়ে কাছাকাছি।

তারপর মনিায় রাত্রযিাপন করা। কারণ এটি হজরে সর্বাধকি গুরুত্বপূর্ণ রুকন তথা আরাফায় অবস্থানরে প্রস্তুতস্বিরূপ।

এরপর মুযদালফিায় রাত্রযিাপন করা হয়। কারণ এটি আরাফা থকেে বাকি অবশষ্টি কার্যাবলরি উদ্দশ্যে যাওয়ার পথে পড়ে। তাই কুরবানরি দনিরে কাজগুলোর জন্য প্রস্তুতমূলক হাজীসাহবেরে সখোনে বশ্রিাম নওেয়া যথোপযুক্ত।

এরপর জামরায় পাথর নক্ষিপে করা হয়। কারণ এটি মুযদালফিার পরবর্তী স্থান 'মনিায়' অবস্থতি।

এই দনিে মাথা মুণ্ডন করা ও কোরবানি করা যথাযোগ্য। কারণ এটি ঈদরে দনি।

তারপর হজরে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারায় আল্লাহর শোকর হসিবেে আসে কাবাকে 'তাওয়াফ করা'।

এরপর মনিায় রাত্রযিাপন করা হয়। এটি সইে স্থান যখোনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সুন্নাত ছলি হজরে হাদী জবাই করা। তাই হাজীর জন্য উপযুক্ত হলো: তাশরকিরে দনিগুলোতে সখোনে অবস্থান করা। যনে তনিি আল্লাহর যকিরি করতে পারনে, 'হাদী' (কুরবানীর পশু) জবাই করতে পারনে, নজিে খতেে পারনে এবং অন্যদরে মাঝে বতিরণ করতে পারনে।

নুবাইশাহ আল-হুযালি রাদযিাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "আইয়্যামুত তাশরকি (তাশরকিরে দনিগুলো) হলো খাওয়া ও পান করার দনি।" অন্য এক বর্ণনায় আছ: "এবং আল্লাহর যকিরিরে দনি।"[সহীহ মুসলমি (১১৪১)]

এই কারণইে এই দনিগুলোতে রোযা রাখতে নষিদ্ধি করা হয়ছে। তবে যে ব্যক্তি 'হাদী' (কুরবানীর পশু) পাবে না তার জন্য ব্যতক্রিম।

উরওয়াহ (রহঃ) আয়শো রাদযিাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণনা করনে এবং সালমি (রহঃ) ইবনে উমার রাদযিাল্লাহু আনহু বর্ণনা

করনে যে, তারা উভয়ে বলছেনে: "তাশরকিরে দনিগুলোতে রোযা রাখার অনুমতি দওেয়া হয়নি। তবে যে ব্যক্তি হাদী (কুরবানীর পশু) পাবে না তার জন্য ব্যতক্রিম।"[সহীহ বুখারী (১৯৯৭)]

অবশষেে হাজীসাহবে মক্কায় গয়িে বদিায়ী তাওয়াফ করবনে এবং মক্কা ত্যাগ করবনে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যমি রহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

"এই ইবাদতরে মধ্যে নহিতি গূঢ়রহস্য সম্পর্কে বলব: ইহরাম, প্রচলতি অভ্যাস ত্যাগ, মাথা উন্মুক্ত রাখা, স্বাভাবকি পোশাক খুলে ফলো, তাওয়াফ করা, আরাফায় অবস্থান করা, জামরায় পাথর নক্ষিপে করা এবং হজরে অন্যান্য সকল কার্যাবলী ভালো হওয়ার পক্ষে সুস্থ ববিকে-বুদ্ধি ও সুষ্ঠু প্রকৃতি সাক্ষ্য দয়ে এবং সুষ্ঠু ববিকে জানে যে যনিি এগুলোর বধিান আরোপ করছেনে তাঁর প্রজ্ঞার উপরে কোনো প্রজ্ঞা নইে।"[মফিতাহু দারসি সাআদাহ (২/৮৬৯)]

কছিু আলমে হজ ও উমরার কার্যাবলীর খুঁটনিাটি নানা প্রজ্ঞা অনুসন্ধানে ইজতহিাদ করছেনে।

এ বষিয়ে যা কছিু বলা হয়ছেে তার মধ্যে রয়ছেে:

সলোইযুক্ত কাপড় না পরার প্রজ্ঞা:

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি:

"আল্লাহ হাজীদরে জন্য কনে সলোইযুক্ত কাপড় পরা হারাম করছেনে এবং এতে নহিতি প্রজ্ঞা কী?"

কমটিি উত্তর দয়িছেে:

'প্রথমত: আল্লাহ সামর্থ্যবান ও শরয়ী দায়ত্বিপ্রাপ্ত প্রত্যকে ব্যক্তরি উপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ করছেনে এবং এটকিে ইসলামরে রুকন বানয়িছেনে, যা দ্বীনরে একটি অকাট্য ও স্বতঃসদ্ধি বষিয় হসিবেে সুবদিতি। সুতরাং মুসলমানরে উপর কর্তব্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনরে লক্ষ্যে, তাঁর আদশেরে আনুগত্যস্বরূপ এবং তাঁর সওয়াবরে আশা ও শাস্তরি ভয়ে আল্লাহ তার উপর যা ফরয করছেনে তা পালন করা। এটি এই বশি্বাসরে সাথে যে— আল্লাহ তা'আলা তাঁর বধিান ও সকল কাজে প্রজ্ঞাবান, তনিি তাঁর বান্দাদরে প্রতি দয়ালু। তাই তনিি তাদরে জন্য কবেল সে বধিান আরোপ করনে যগেুলো তাদরে কল্যাণ আছে এবং দুনয়িা ও আখরিাতে তাদরে ব্যাপক উপকার রয়ছেে। সুতরাং বধিান আরোপরে মালকি হলনে আমাদরে প্রজ্ঞাময় 'মালকি'। আর বান্দার কর্তব্য হলো তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা।

দ্বতিীয়ত: হজ ও উমরাকালে সলোইকৃত কাপড় পরহিার করার যে বধিান দয়ো হয়ছেে এর মধ্যে অনকে প্রজ্ঞা নহিতি। যমেন: কয়িামতরে দনি মানুষরে অবস্থাকে স্মরণ করা। কারণ সদেনি তারা নগ্নপদে ও ববিস্ত্র অবস্থায় পুনরুত্থতি হবে। তারপর

তাদরেকে পোশাক পরানো হবে। আখরিাতরে পরস্থিতিগিুলো স্মরণ করার মধ্যে উপদশে ও শক্ষিা রয়ছে।

যমেন: নফসকে দমন করা, বনিয়রে অপরহিার্যতা উপলব্ধি করানো এবং অহংকাররে পঙ্কলিতা থকেে নফসকে পবত্রি করা।

যমেন: নফসকে সাম্য, সমতা ও সরলতার নীতি অনুভব করানো, বলিাসতিা থকেে দূরে থাকা এবং গরবি-মসিকনিদরে সাথে সহমর্মতিা প্রকাশ করা শখোনো।... এছাড়াও আল্লাহ যে পদ্ধতিতে হজ আদায় করার বধিান আরোপ করছেে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বর্ণনা করছেনে সটোর বভিন্নি উদ্দশ্যে রয়ছে।

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিি

আবদুল্লাহ ইবনে কু'উদ, আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইয়্যান, আবদুর রাজ্জাক আফীফী, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায।’[ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দায়মিাহ (১১/১৭৯–১৮০)]

তাওয়াফ ও হাজারে আসওয়াদ চুম্বনরে মধ্যে প্রজ্ঞা:

শায়খ ইবনে উছাইমনি রহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

“তাওয়াফরে প্রজ্ঞা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজিইে বর্ণনা করছেনে। তনিি বলছেনে: ‘বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ এবং জামরায় পাথর নক্ষিপে— এগুলো কবেল আল্লাহর যকিরি প্রতষ্ঠিা করার জন্যই বধিবিদ্ধ করা হয়ছে।’ যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘররে চারপাশে তাওয়াফ করে তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি এমন সম্মান সৃষ্টি হয় যা তাকে আল্লাহর যকিরিে নমিগ্ন রাখে। হাঁটা, চুম্বন করা, হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানি স্পর্শ করা এবং হাজারে আসওয়াদরে দকিে ইশারা করা— এই সকল শারীরকি নড়াচড়াও আল্লাহর যকিরি। কারণ এগুলো আল্লাহর ইবাদতরে অংশ। আর সকল ইবাদতই ব্যাপক অর্থে আল্লাহর যকিরি। অন্যদকিে মুখে যা উচ্চারণ করা হয় তথা তাকবীর, যকিরি ও দুআ, সটো যে আল্লাহর যকিরি তা তো সুস্পষ্ট।

আর হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করাও একটি ইবাদত। কারণ মানুষ এমন একটি পাথর চুম্বন করে যার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নইে; কবেল এই পাথরকে সম্মান করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত সম্পাদন করা ছাড়া এবং এক্ষত্রেে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অনুসরণ করা ছাড়া। এ প্রসঙ্গে আমরিুল মুমনিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদযিাল্লাহু আনহু থকেে সাব্যস্ত হয়ছে: হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার সময় বলছেলিনে: ‘আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারো না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দখেতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।’

আর কছিু মূর্খ লোক মনে করে যে এর উদ্দশ্যে হলো এ পাথর থকেে বরকত লাভ করা— এর কোনো ভত্তিি নইে। তাই এটি

বাতলি।"[মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লি ইবনে উসাইমনি (২/৩১৮-৩১৯)]

হাফযে ইবনে হাজার রহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

"মুহাল্লাব বলছেনে: ... হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা বধিান আরোপ করা হয়ছে পরীক্ষা হসিবে, যাতে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় য, কে আনুগত্য কর। এটি ইবলসিরে সইে ঘটনার মতো যখন ইবলসিকে আদশে করা হয়ছেলি আদমকে সজিদা করার...। উমর (রাঃ) এর এই উক্ততিে রয়ছে: দ্বীনী বষিয়ে শরীয়ত প্রণতোর কাছে সমর্পণ এবং যসেব বষিয়রে যথাযথ কারণ জানা যায়নি সগেুলোর ক্ষত্রেে উত্তম অনুসরণ।

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অনুসরণরে ক্ষত্রেে একটি মহান নীতি: তনিি যা করনে সক্ষেত্রেে তাঁর অনুসরণ করা, যদওি সইে প্রজ্ঞা জানা না যায়।"[ফাতহুল বারী (৩/৪৬৩)]

ইবনে আব্বাস রাদযিাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলছেনে: "আল্লাহর কসম! আল্লাহ কয়িামতরে দনি এটকিে পুনরুত্থতি করবনে এমনভাবে যে এর দুটি চোখ থাকবে যা দয়িে সে দখেব, একটি জহি্বা থাকবে যা দয়িে সে কথা বলবে এবং যে ব্যক্তি সত্যকিাররে নয়িতে একে স্পর্শ করছে তার পক্ষে সাক্ষ্য দবে।"[তরিমযিী (৯৬১), তনিি বলছেনে এটি হাসান হাদীস। আলবানী 'সহীহ সুনানে তরিমযিতিে (১/৪৯৩) এটি সহীহ বলছেনে]

সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করার মধ্যে প্রজ্ঞা:

শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমনি আশ-শানকতিি রহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

'সাঈর প্রজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা সহীহ দললিে উদ্ধৃত এসছে। তা হলো সহীহ বুখারতিে ইবনে আব্বাস রাদযিাল্লাহু আনহুমার বর্ণতি হাদীসে ইব্রাহমি আলাইহসি সালাম কর্তৃক হাজরো ও ইসমাঈলকে মক্কায় রখেে যাওয়ার ঘটনায় যা উদ্ধৃত হয়ছে। তনিি তাদরে কাছে খজেুরভর্তি একটি থলে ও পানভির্তি একটি মশক রখেে গয়িছেলিনে। এই সহীহ হাদসিে আরও এসছে: 'ইসমাঈলরে মা সইে পানি থকেে পান করতে ছলিনে এবং ইসমাঈলকে দুধ পান করয়িে যাচ্ছলিনে । এক পর্যায়ে মশকরে পানি শষে হয়ে গলে। তখন তনিি ও তাঁর পুত্র পপিাসার্ত হলনে। তনিি দখেলনে শশিুটি পপিাসায় ছটফট করছ। তনিি এই দৃশ্য দখেতে না পরেে সরে গলেনে এবং খয়োল করলে সাফা পাহাড় তাঁর সবচয়ে নকিট। তখন তনিি পাহাড়রে উপরে উঠে উপত্যকার দকিে তাকালনে কোনো মানুষকে দখো যায় কনি। তনিি কাউকইে দখেলনে না। তখন সাফা থকেে নমেে গলেনে। উপত্যকায় পৌঁছার পর কামসিরে কনিারা উপরে তুলে ক্লান্ত মানুষরে মতো দৌড় দয়িে উপত্যকা পার হয়ে গলেনে। এরপর মারওয়ায় এসে মারওয়ার উপরে উঠে দাঁড়ালনে এবং তাকয়িে দখেলনে কোনো মানুষকে দখো যায় কনি। কন্তিু কাউকে দখেলনে না। এভাবে সাত বার করলনে।' ইবনে আব্বাস বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: 'এটাই মানুষরে সাঈ

করার হতে।’

এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ‘এটাই মানুষের সাঈ করার হতে’-এর মধ্যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার প্রজ্ঞার প্রতি যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ হাজেরা এই সাঈ করেছিলেন অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে এবং আপনা প্রতিপালকের কাছে অভাবের চরম মুহূর্তে। কারণ তাঁর কলিজার টুকরা তাঁর পুত্র ইসমাঈল পিপাসায় ছটফট করছে এমন এক ভূমিতে যা জলশূন্য, জনমানবশূন্য। তিনি নিজেও ছিলেন ক্ষুধার্ত হয়ে ও পিপাসার্ত হয়ে তাঁর স্রষ্টার কাছে নিরুপায় অবস্থায়। এই মহাবিপদে পড়ে তিনি একবার এই পাহাড়ে উঠছিলেন। সেখানে কিছু না দেখে আবার অন্য পাহাড়ের দিকে দৌড়াচ্ছিলেন। এই আশায় যে, সেখানে কাউকে দেখবেন। তাই মানুষকে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে করে তারা অনুভব করে যে তাদের স্রষ্টা ও রিযিকদাতার কাছে তাদের প্রয়োজন ও অভাব সেই চরম সংকটময় মুহূর্তে ঐ নারীর প্রয়োজন ও অভাবের মতন। এবং যাতে তারা স্মরণ করে যে, যে ব্যক্তি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মতো আল্লাহর আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন না এবং তার দুআ বিফল করে দিবেন না।

এটি একটি সুস্পষ্ট গভীর প্রজ্ঞা যা একটি সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।”[আদওয়াউল বায়ান (৫/৩৪২-৩৪৩)]

মিনায় রাত্রিযাপনের মধ্যে নিহিত প্রজ্ঞা:

শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

‘জামরায় পাথর নিক্ষেপ এবং মিনায় তিন দিন রাত্রিযাপনের মধ্যে কী প্রজ্ঞা নিহিত? আপনার কাছ থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট করার আশা করি। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।’

তিনি উত্তর দেন:

“প্রজ্ঞা না জানলেও একজন মুসলমানের উপর কর্তব্য হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা এবং শরীয়তের অনুসরণ করা। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা এবং তাঁর কিতাব অনুসরণ করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ‘তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করো।’ এবং তিনি আরও বলেছেন: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ ‘এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি নাযিল করেছি, তোমরা এর অনুসরণ করো।’ এবং বলেছেন: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ‘আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো।’ এবং বলেছেন: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ‘রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।’

তাই আপনি প্রজ্ঞা জানলে আলহামদুলিল্লাহ, না জানলেও কোনো ক্ষতি নেই।

আল্লাহ যে যে বধিান আরোপ করছেনে এর প্রতটিরি মধ্যে প্রজ্ঞা রয়ছেে এবং যা থকেে নষিধে করছেনে তারও প্রতটিরি মধ্যে প্রজ্ঞা রয়ছে; হোক আমরা তা জানি বা না জানি।

জামরায় পাথর নক্ষিপে:

স্পষ্টতই এটি শয়তানকে লাঞ্ছতি করা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।

মনিায় রাত্রযিাপনরে প্রজ্ঞা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই ভালো জাননে। হয়তো এর প্রজ্ঞা হলো পাথর নক্ষিপে সহজীকরণ। যদি হাজীসাহবে মনিায় রাত কাটায় তাহলে আল্লাহর যকিরিে মশগুল থাকতে পারবে এবং নর্িধারতি সময়ে পাথর নক্ষিপেরে জন্য প্রস্তুত থাকতে পারবে। আর মনিায় না থাকলে হয়তো পাথর নক্ষিপেে দরেি হয়ে যাবে অথবা পাথর নক্ষিপে ছুটে যাবে অথবা পাথর নক্ষিপে বাদ দয়িে সে কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এর মধ্যে নহিতি প্রজ্ঞা সম্পর্কে মহান আল্লাহই সর্বাধকি অবহতি।”[মাজমূ’ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত ইবনে বায (পৃ. ৩৮০-৩৮২)]

জামরায় কংকর নক্ষিপেে নহিতি প্রজ্ঞা:

শায়খ মুহাম্মাদ আমনি আশ-শানকতিি রহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

“জনেে রাখুন যে, নঃিসন্দহেে সামগ্রকি ববিচেনায় কংকর নক্ষিপেরে মধ্যে নহিতি হকিমত হলো: আল্লাহর আদশেরে আনুগত্য করা এবং তাঁর নবীর মুখ দয়িে বর্ণতি তাঁর আদশে পালন করার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা।

আবু দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করছেনে, আয়শো রাদযিাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: ‘বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ এবং জামরায় কংকর নক্ষিপে — এগুলো আল্লাহর যকিরি প্রতষ্ঠিার জন্যই বধিবিদ্ধ করা হয়ছে।’

বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ বনি আবু যয়িাদ হচ্ছনে: আল-কাদ্দাহ, হুসাইনরে বাবা, মক্কাবাসী। একদল আলমে তাকে “ছকিাহ” বা নর্িভরযোগ্য বলছেনে। অপর একদল আলমে তাকে “দুর্বল” বলছেনে। তবে তার বর্ণতি এই হাদীসরে মর্ম নঃিসন্দহেে সহীহ। এর মর্ম সহহি হওয়ার পক্ষে আল্লাহর নম্নিোক্ত বাণীর মর্মও সাক্ষ্য দয়ে: “এবং নর্িদষ্টি কছিু সংখ্যক দনিগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো”। কারণ নর্িদশেতি যকিরিরে মধ্যে জামরায় কংকর নক্ষিপেও অন্তর্ভুক্ত। যার প্রমাণ রয়ছেে পররে আয়াত: ‘কউে যদি তাড়াতাড়ি করে দুই দনিে চলে আসে, তার কোনো পাপ হবে না।’ এটি প্রমাণ করে যে কংকর নক্ষিপে করা আল্লাহর যকিরি প্রতষ্ঠিা করার জন্য বধিবিদ্ধ করা হয়ছে।

তবে এই প্রজ্ঞা সামগ্রকি। বাইহাকি রহমিাহুল্লাহ তাঁর সুনানে ইবনে আব্বাস রাদযিাল্লাহু আনহুমা থকেে মারফু হাদসিে বর্ণনা করছেনে: ‘যখন আল্লাহর খলীল ইব্রাহমি আলাইহসি সালাম হজ্জরে কার্যক্রম পালন করতে এসছেলিনে, তখন

জামরাতুল আকাবার কাছে শয়তান তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়। তখন তিনি শয়তানকে লক্ষ্য করে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন; এক পর্যায়ে শয়তান মাটিতে দেবে যায়। তারপর দ্বিতীয় জামরার কাছে আবার প্রকাশ পায়। তিনি পুনরায় তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। এক পর্যায়ে সে মাটিতে দেবে গেল। তারপর তৃতীয় জামরার কাছে আবার প্রকাশ পেল। এবারও তিনি সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। এক পর্যায়ে সে মাটিতে দেবে গেল।' ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন: 'তোমরা শয়তানকে পাথর মারছ এবং তোমাদের পিতার মিল্লাতের অনুসরণ করছ।'

হাকিম তার 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে এই হাদীসটিকে 'মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তারপর বলেছেন: এটি শায়খাইনের শর্তে উত্তীর্ণ সহীহ হাদীস, তবে তারা এটি বর্ণনা করেননি।

বাইহাকি যা উল্লেখ করেছেন এর ভিত্তিতে: কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহর যে যিকির প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো: শয়তানের সাথে শত্রুতায় ইব্রাহিমের অনুসরণ করা। তাকে পাথর মারা এবং তার কাছে মাথা না নোয়ানো। আল্লাহ বলেছেন: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ইব্রাহিমের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" কাজেই কংকর নিক্ষেপে যেন শয়তানের সাথে সেই শত্রুতার প্রতীক ও ইঙ্গিত, আল্লাহ আমাদেরকে যেই শত্রুতা পোষণ করার আদেশ দিয়েছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا "নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো।" এবং তাদের নিন্দা করেছেন যারা তার বন্ধু হয়: أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ 'তবে কি তোমরা আমাকে ছেড়ে তাকে ও তার বংশধরদের নিত্য হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু?' এটা সুবিদিত যে পাথর ছুঁড়ে মারা শত্রুতার সর্বাধিক বড় বহিঃপ্রকাশ।"[আদওয়াউল বায়ান (৫/৩৪০-৩৪১)]

আলেমরা হজ্জের কাজগুলোর প্রজ্ঞা সম্পর্কে যা বলেছেন তার মাঝে এই কিছু বিষয় যা আমরা পেয়েছি। এগুলোর বেশিরভাগই ইজতিহাদি বিষয়। এই প্রজ্ঞাগুলোর অধিকাংশের পক্ষে এমন কোনো দলিল নেই যে, এই মহান ইবাদতগুলোর বিধান আরোপে পিছনে উদ্দিষ্ট প্রজ্ঞা এটাই।

এই কারণে কিছু আলেম মনে করেন যে হজ্জের কাজগুলো সেই বিধানসমূহের অন্তর্ভুক্ত যার হেতু বোধগম্য নয় এবং এগুলো বিধিবিদ্ধ করা হয়েছে পরীক্ষা হিসেবে, বান্দারা তাদের প্রভুর প্রতি কতটা আনুগত্যশীল তা দেখার জন্য। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পরীক্ষা করেন।

ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

"জেনে রাখুন, ইবাদতের মূল (উদ্দেশ্য) বোধগম্য। তা হলো বান্দা তার মাওলার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে অবনত হওয়া। নামাযে বিনয় ও অবনতি রয়েছে যা থেকে ইবাদতের ভাব বোঝা যায়। যাকাতে সহায়তা ও সহমর্মিতা রয়েছে যার অর্থ বোধগম্য। রোযায় নফসের প্রবৃত্তির দমন রয়েছে যাতে সে তার মাওলার প্রতি অনুগতভাবে ঝুঁকে পড়ে।

আর বাইতুল্লাহকে সম্মান করা ও সটোকে কবিলা বানানোর মধ্যে একটা উদ্দশ্যে রয়ছে। এর চারপাশে বদ্যিমান এলাকাকে হারাম বানানোর মানে বায়তুল্লাহর সম্মানকে বৃদ্ধি করা এবং মানুষ এলোমেলো চুল ও ধুলোয় আবৃত হয়ে আসা; যনে বান্দা লাঞ্ছতি ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তার মাওলার কাছে আসার মত — এটি বোধগম্য বষিয়।

নফস সইে ইবাদতে স্বস্তি পায় যা সে বোঝে। তাই প্রবৃত্তরি ঝোঁকপ্রবণতা কাজটি করার জন্য সহায়ক ও আগ্রহ সৃষ্টকিারী হয়। কন্তিু, কছিু বধিান এমনভাবে দওেয়া হয়ছে যা নফস বোঝে না, যাতে করে নফসরে পূর্ণ আনুগত্য সম্পন্ন হয়। যমেন: সাঈ ও কংকর নক্ষিপে। এতে নফসরে কোনো স্বার্থ নইে, স্বাভাবকি প্রকৃতরি কোনো টান নইে এবং ববিকে এর হতেু খুঁজে পায় না। তাই এই আদশে পালনরে প্রণোদনা কবেল আদশে মনেে চলা ও নছিক আনুগত্য ছাড়া আর কছিুই নয়।

এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুমি গভীর ইবাদতরে রহস্যগুলো বুঝতে পারবে।”[মুসরিুল আযমসি সাকনি (পৃ. ২৮৫-২৮৬)]

সারকথা, হে সম্মানতি ভাই!

হজ্জ ও উমরা পালনরে সময় বান্দার জন্য বধিবিদ্ধ হলো: হাজী ও উমরাহকারী যা করা বধিসিম্মত তা স্মরণ করবনে এবং তা করবনে। আর যার বধিান আরোপ করা হয়নি তা পরত্যিাগ করবনে। হজ ও উমরার প্রতটিি কাজে শরীয়ত যে যকিরিগুলো নর্ধিারণ করছে সগেুলো গভীরভাবে চন্তিা করার চষ্টো করবনে। কারণ পূর্বে আলোচতি হসিবে এগুলো হজরে মহান উদ্দশ্যেসমূহরে অন্তর্ভুক্ত। হাজী ও উমরাহকারী যনে হজ ও উমরার কোনো সময় বৃথা নষ্ট না করনে। বরং সাধ্যমত আল্লাহর যকিরি করার চষ্টো করবনে এবং তাঁর রবরে নদির্শনসমূহকে যথাযথভাবে সম্মান করবনে।

আল্লাহ বলছেনে:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

“এটাই (করণীয়)। আর যে আল্লাহর নদির্শনাসমূহকে সম্মান করে, নঃিসন্দহেে তা হবে (তাদরে) অন্তররে তাকওয়ার পরচিায়ক।”[সূরা হজ: ৩২]

হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি এবং এতে বধিবিদ্ধ যকিরি জানতে নম্নিোক্ত ফতুয়াগুলো দখেুন: (31822), (31819), (34744), (47732), (10508), (109246)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।